16

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JAN 1997
পৃঃ ৫ কলাম ১

সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা

নতুন শিক্ষা বছরে সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সকল স্কুলেই ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ প্রবল। ভর্তির চিন্তায় অভিভাবকরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। স্কুলগুলোতে নির্ধারিত সিটের তুলনায় অনেক গুণ বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে বলে জানা গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, সরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে মাত্র ২শ' আসনের বিপরীতে ১৮শ' পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১০টি আসনে ভর্তির জন্য প্রায় ৫শ' এবং নবম শ্রেণীতে ১০টি আসনের জন্য সাড়ে ৪শ' পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ৫০টি আসনে ৩৮০ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৫০টি আসনে ৩৮৬ জন, পঞ্চম শ্রেণীতে ১শ'টি আসনে ৪৫০ জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪০টি আসনে ৩২০ জন ও নবম শ্রেণীতে ১৫৭ জন পরীক্ষার্থী ৩০টি আসনের জন্য পরীক্ষা দেয়। খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ৪৮টি আসনে ৩শ' জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১শ' আসনে ২৫০ জন এবং নবম শ্রেণীতে ২০টি আসনে ১৫০ জন পরীক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নগরীর মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল, নারিন্দা, মুসলিম, বাংলা বাজার, ধানমণ্ডি, আমলীগোলা, নবাবপুর ইত্যাদি উচ্চ বালক ও বালিকা বিদ্যালয়েও তীব্র ভর্তি পরীক্ষা মোকাবিলা করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হতে হচ্ছে। জানা গেছে, এবার ভর্তি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করছে সরকারের শিক্ষা বিভাগ।

নগরীর সরকারী স্কুলগুলোর আসন সংখ্যা এবং প্রতিযোগী সংখ্যার গড় হিসাবে একটা প্রেক্ষাপট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সরকারী স্কুলগুলোতে প্রতি বছরই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ভিড় বাড়ছে। ছাত্র ভর্তির প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো বা সিট বাড়ানোর সম্পর্ক যৌক্তিক। হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারী স্কুল এবং সরকারী স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার মান ভালো হওয়ায় প্রতি বছর অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এসব স্কুলে ভর্তি করাতে ইচ্ছুক হন। সরকারী স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার খরচ কম হওয়ায় অভিভাবকরা সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কিন্তু প্রতি বছর ভর্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে আসন সীমিত থাকায় মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় বিফল হয়ে হীন মানসিকতার শিকার হচ্ছে। এদিকে এসব বিফল ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে সরকারী স্কুল বাড়ানো বা আসন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় ঘাটতি থাকায় প্রতি বছর একই সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। ঢাকার এমন অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে সরকারী বালিকা বিদ্যালয় আছে কিন্তু বালক বিদ্যালয় নেই। হাতের কাছে প্রত্যাশানুযায়ী স্কুল না থাকায় কিণ্ডার গার্টেনে ক্লাস থ্রি বা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছাত্র-ছাতরী পড়িয়ে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন অবস্থায় সন্তান নিয়ে স্কুল থেকে স্কুলে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে, অভিভাবকদের দুর্ভোগ-দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

বছরের পর বছর ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে একই ঝামেলা, ভোগান্তিমূলক কর্মকাণ্ড শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মঙ্গলজনক নয়। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। সরকারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, আসন বৃদ্ধি করা বা শিফট বাড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়া মানবিক দিক থেকে উচিত কর্ম। এছাড়া নগরীতে মানসম্পন্ন বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করা হলে ভর্তি সংকট কাটবে আশা করা যায়।